Name of the study area:
Data Type: IDI with Household.
Length of the interview/discussion: 43:40
ID: IDI_AMR308_SLM_PrivtDr_Hu_U_17 Jan 18

Demographic Information:

Gender	Age	Education	Seller/prescriber	Category	Year of service	Ethnicity
Female	42	MBBS	Prescriber	Qualified	17 years	Bangali

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আমরা যে জন্য আসছিলাম আর কি । আমার নাম হচ্ছে ...। আর আসছি এন্টিবায়োটিকের উপর গবেষনা করার জন্য । এটা হচ্ছে ঢাকা আই.সি.ডি.ডি.আর.বি মহাখালি কলেরা হাসপাতাল থেকে । তো কেমন আছেন ?

উওরদাতা: আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো ।

প্রশ্নকর্তা : তাহলে আমি একটু জানতে চাইব আপনার এই পেশায়, এই ডাক্তারী পেশা আপনি কতদিন ধরে আছেন?

উওরদাতা : সতেরো বছর ।

প্রশ্নকর্তা : সতেরো বছর এতো দ্রীর্ঘ সময় তাইলে , এর মধ্যে কি কোনো ইয়া আছে ধরেন কোনো ইস্পেশিয়ালাইজড ট্রেনিং বা এরকম?

উওরদাতা : জি আমি শিশু বিষষক এফ.সি.পি.এস । পোস্ট গ্রেজুয়েশন করেছি ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা ঠিক আছে , তাহলে আমি একটু জানতে চাইব আপনার এইখানে ধরেন আপনার প্রেকটিস করতে গিয়ে এন্টিবায়োটিক লিখতে গিয়ে আপনার অভিগ্যতা গুলো জানতে চাইব দীর্ঘ অভিগ্যতা দিয়ে?

উওরদাতা : এন্টিবায়োটিকের ব্যাপারে আমার নিজের ও একটু কিছু অভিগ্যতা হয়েছে যে এন্টিবায়োটিকটা বাইরে যেটা আমাদের কাছে রোগী আসে এন্টিবায়োটিক পেয়ে আসে , বিশাল একটা অংশ । ওদেরকে নিয়ে আমরা খুব সমস্যার মধ্যে পরে যাই । একটা হচ্ছে নিজেরা কিনে খায় দোকান থেকে অথবা কোনো পল্লী চিকিৎসক বা অন্য ডাক্তারাএন্টিবায়োটিক দিয়ে দিয়েছেন । ঠিক আছে ? এন্টিবায়োটিক খাচ্ছে এরকম সমস্যা এটা এক নম্বর , আর দুই নম্বর হচ্ছে লো ডোজ এন্টিবায়োটিক খাচ্ছে ডোজটা সঠিক হয় নাই । তিন নাম্বার ইনজেকশন , বাইরে থেকে দেখা যায়যে ইন্ট্রাভার্স ইনজেকশন নিয়ে এসেছে পাচঁদিনের ইনজেকশনের এধরনের ধারনা আছে । যখন বাইরে থেকে এন্টিবায়োটিক পেয়ে আসে তখন আমরা একটু সমস্যার মধ্যে পরি বাচ্চাদের চিকিৎসা করতে গিয়ে ।

প্রশ্নকর্তা : এগুলো হচ্ছে ধরেন এপর্যন্ত আপনার যে অভিগ্যতা হয়েছে এই টাইপসের আর কি এন্টিবায়োটিক দিতে গিয়ে । আচ্ছা তো কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে আপনি এন্টিবায়োটিকটা প্রয়োগ করেন ?

উওরদাতা : এন্টিবায়োটিক প্রথমে আমরা প্রয়োগ করি না ইউজিয়ালি আমি আরকি যেটা মনে করি ডিজিসটা যখন ডায়াগোনিস্ট হয় , এন্টিবায়োটিকতো ব্যাক্টেরিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করে । যখন ব্যাক্টেরিয়া জনিত অসুখ হয় সেক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিক কর্নফারম হওয়ার পরে দেওয়ার চেষ্টা করি । যেমন ধরেন এখন একটা বাচ্চা আসছে টাইফয়েডের বাচ্চা । এখন এই বাচ্চাটা বারোদিন ধরে জ্বরে ভুগছে ওর টাইফয়েড মোটামুটি কনফারর্ম । সিরিয়াস ইনভেসটিগেশন ওকে একটা এন্টিবায়োটিক লিখতে হবে । কিন্তু এই বাচ্চাটা কিন্তু এন্টিবায়োটিক পেয়ে আসছে । অলরেডি সে মনে হয় পাচঁ, সাত পদের এন্টিবায়োটিক খেয়েছে , এখন তাকে আমি কি দিবো ? কোনটা লিখবো বা ইনজেকশন দিবো কিনা ? এই ধরনের । আর একটা হচ্ছে নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে , যদি আমরা ক্লিনিক্যালি ব্যাক্টেরিয়া জনিতো নিউমোনিয়া ভাবি আরকি সিমটোম দেখে আরকি মনে হচ্ছে ব্যাক্টেরিয়া জনিত সংক্রমন আছে । যেমন হাই ফিভার , জ্বরটা একটা ইনডিকেশন খুব জ্বর বাচ্চা খুব সিক । সিক , এই ধরনের দেই । আর তারপর হচ্ছে ডিসেন্টরি , ব্লাড যদি যায় ইস্টুলের সাথে । মেনিনজাইটিস, সেপসিস , ছোটো বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সেপসিস এই ধরনের বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিক দিয়ে থাকি । ইউরেন একটা ইনফেকশন ডাইগোনাইস কেস , ক্যালচার পজেটিভ ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা এই ক্ষেত্রে দেন ? আচ্ছা আর এইযে এন্টিবায়োটিকের ব্যবহারটা কি বৃদ্ধি পাচ্ছে না কমতেছে কি মনে হয়?

উওরদাতা : এন্টিবায়োটিক ব্যবহারটা একজেক্ট আমার কাছে মনে হচ্ছে যে যারা কোয়ালিফাইড ডঃ মোটামুটি ভালো কোয়ালিফাইড ও সচেতন ডাক্তার তারা কিন্তু প্রথমে এখন এন্টিবায়োটিক লিখছেন না , এজন্য বাড়ছে না কমছে এটা বলা মুসকিল , কিন্তু আমাদের একটা বিশাল অংশ কিন্তু বাইরে চিকিৎসা নিচ্ছে , ফার্মাসি থেকে চিকিৎসা নিচ্ছে । এটা আমার একটা সবসময় আমার কাছে কষ্ট লাগে যে ফার্মাসিতে গিয়ে একটা ঔষুধ মানে পানিতে গুলানো গিয়ে এন্টিবায়োটিক গিয়ে খাওয়া শুরু করে উনারা একটা কমন এন্টিবায়োটিক দিয়ে দিচ্ছে সব বাচ্চাকে। সে ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু একেই রকম আছে কারন সেটার জন্য আমি জানি না সেটা , সেটাতো আমরা দেখছি কিন্তু সচেতন এবং কোয়ালিফাইড ডঃ রা কিন্তু প্রথমে এন্টিবায়োটিক দিচ্ছে না । এটা একটা ভালো দিক । এটাই মনে হচ্ছে আমার কাছে । কারন ইদানিং পঞ্চাশ বছরের মধ্যে যে একটা টু-থাউজেন্ট ফিফটির পর দেখা যায়যে অনেক এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স হয়ে যাবে কাজ করবে না , সেটা মনে হয় একটু সচেতনতা তৈরী হয়েছে একটু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা পেপার মিডিয়ার মাধ্যমে ।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু আপনার কি মনে হচ্ছে আসলে কি বাড়তেছে না কমতেছে ?

উওরদাতা : ওটাতো গবেষনা ছাড়া বলা মুশকিল আমি হটাৎ করে তো বলতে পারবো না বা , এটা বাড়ছে না কমছে বলা মুশকিল এটা আপনারা গবেষনা করে বেব করবেন ।

প্রশ্নকর্তা : হ্যা । সেটাতো আবশ্যই । আপনার ধারনা মতে কি বলে আরকি ? মানে এজ এ ডাক্তার আপনি তো সতেরো বছর ধরে

উওরদাতা : না বাড়ছে বলা মুশকিল সাধারন ক্ষেত্রে হয়তো একই রকম আছে , কিন্তু কোয়ালি ফাইড ডাক্তারের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অনেক সময় প্রেসক্রিপশন দেখি যে তারা এন্টিবায়োটিক দিচ্ছেন না । ফাস্ট টাইমে , প্যারাসিটামল দিচ্ছেন জ্বরের জন্য , ঠান্ডা-কাশির জন্য ঔষুধ দিচ্ছেন । কোযালিফাইড ডাক্তার দের মধ্যে মনে হয় এন্টিবায়োটিক লেখার প্রবনতাটা কমে গেছে ।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু এক্ষেত্রে কোয়ালি ফাইড ডাক্তার আপনি বললেন বিশাল একটা অংশ হচ্ছে বাইরের থেকে খাচ্ছে , ঔষুধ খাচ্ছে এবং ওরা বললেন যে পানিতে গুলানো যে ইয়ে এন্টিবায়োটিকটা দিচ্ছে বললেন সব মোটামুটি বাইরে থেকে । তাহলে এক্ষেত্রে আপনার কি মনে হয় ওভার অল ভিউটা আসলে কি বাড়তেছে না কমতেছে । মানে সব মিলিয়ে আরকি ।

উওরদাতা : ওটা এভাবে বলা যায় না , ঐরকমই আছে । বাড়ছে কিনা বলার জন্য স্পেসিফিক ইনফরমেশন লাগবে । বাড়ছে কিনা ওভাবে বলতে পারছি না , হয়তো একই রকম আছে । কার আমার পক্ষেতো ওভাবে সব ইয়ে করা কঠিন হবে , এটা গবেষনা করে বের করতে হবে । ইস্টাডি করে ।

(৫:১২)

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । তাহলে আমি আর একটু জানতে চাইব ধরেন এইযে বাইরে থেকে ওরা ঔষুধ খাচ্ছে , ঔষুধ খেয়ে আপনার কাছে আসতেছে তখন আপনি কি চিকিৎসা দেন ওদেরকে ? কোন ধরনের কিভাবে বুঝতে পারেন ?

উওরদাতা : আমি তখন দেখি সেটা ব্যাক্টেরিয়া জনিত অসুখ কিনা ? প্রয়োজন , সিমটোম , এক নম্বর হল তার ক্লিনিক্যাল সিমটোম , সে ক্লিনিক্যাল ইমপ্রুভ করেছে কিনা ? ঠান্ডা-কাশি হলে বা সাধারন ডাইরিয়া হলে এন্টিবায়োটিকটা কনটিনিউ করি না বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে । তাকে সিমটোমেটিভ ট্রিটমেন্ট দেই ঠান্ডা-কাশি হলে ঠান্ডা কাশির ঔষুধ দেই । ডাইরিয়া হলে ওর-স্যালাইন জিংঙ্ক দেই্ । কাউনসিলিং করি । এডভাইসটা ভেরিমাচ ইমপরটেন্ট । এগুলো করি । আর যদি দেখি সত্যি তার কোনো টাইফয়েড হয়েছে বা ব্যাক্টেরিয়া ইনফেকশন হয়েছে তাহলে ইনভেসটিগেশন করে সেক্ষেত্রে যদি এন্টিবায়োটিক লাগে তাহলে চেঞ্জ করে দিতে হয় । সেটা অবস্থার উপর ডিপেন্ড করে ডিসিশন নেই।

প্রশ্নকর্তা : এইযে রোগীরা বাইরে থেকে ঔষুধ খাচ্ছে ওরা । ওরাকি জানে যে ওরা এন্টিবায়োটিক খাচ্ছে ?

উওরদাতা : কেউ কেউ বুঝতে পারে কেউ কেউ বুঝতে পারে না । যেমন যারা একদমই অশিক্ষিত তারা , এখানেতো প্রচুর অশিক্ষিত লোক আছে । মানে একদমই বস্তি বাসী । কিছুই বুঝে না । ততটা সচেতন না উনারা হয়তো জানেন ও না এন্টিবায়োটিক কি জিনিস আইডিয়া নাই , ঔষুধ পানিতে গুলানো একটা খেলে ভালো হয়ে যাবে এই ধরনের একটা আইডিয়া ।

প্রশ্নকর্তা : তাহলে আপনিতো বললেন কিছু ক্ষেত্রে হচ্ছে চেলেঞ্জের সম্মুখিন হন যে ওরা খেয়ে আসতেছে পাচঁদিনের ওরা কি আসলে ঐ যে চেলেঞ্জটা আপনার কি কি চেলেঞ্জ হয় আরকি এরকম ?

উওরদাতা : এমন হয় যে যদি অল্প ডোজের খেয়ে আসে তখন আমি ভয় পাই যে এই বাচ্চাটাতো হয়তো এই ঔষুধটা পরে কাজ করবে না ।রেজিসটেন্স হয়ে গেল । বা একটা ঔষুধই বার বার খাচ্ছে। বাইরে বা একই দোকানে বারবার যাচ্ছে। একই লোকের কাছে বারবার যাচ্ছে একই ঔষুধ খাচ্ছে সে বাচ্চাটার রেজিসটেন্স হয়ে যাচ্ছে । বা ডাইরিয়াতে দরকার নাই সে ঔষুধ খাচ্ছে আমরা তখন ঔষুধটা হয়তো বন্ধ করে দেই । এন্টিবায়োটিক এসোসিয়েশন এর ডাইরি এটা ইমপরটেন্ট । হয়তো ব্রংকিউলাইটিস বা কমন কিছু সে এন্টিবায়োটিক পাচ্ছে বাট এটা দরকার ছিলো না। এজন্য আমরা একটু চিন্তায় পরি বিকজ এই বাচ্চাটার যখন সত্যি এন্টিবায়োটিক লাগবে ভবিষ্যৎতে তখন হয়তো এন্টিবায়োটিকটা তার কাজ করবে না ।

প্রশ্নকর্তা : এই ক্ষেত্রে ধরেন যে চেলেঞ্জ গুলো এই চেলেঞ্জ গুলো মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে সে অলরেডি খেয়েই আসে এন্টিবায়োটিক তখন আপনি হয়তো সে বাইরের থেকে কত ডোজ খেলো বা এই জিনিসটা আপনি কিভাবে ফাইন্ড আউট করেন ?

উওরদাতা : এটাতো প্রেসক্রিপশন থাকে অনেক ক্ষেত্রে , অথবা ঔষুধের গায়ে লেখা থাকে কিন্তু যারা অশিক্ষিত তাদের অনেক সময় প্রেসক্রিপশন থাকে না , ফার্মেসি থেকে দিয়ে দেয় ঔষুধটাতে হাফ চামচ বা এতো ফোটা লেখা থাকে । তখন আমাদের এখানে ওয়েট মেসিন আছে আমরা ওয়েট নেই । এখনতো আমাদের মোটামুটি আনতাজ হয়ে গেছে দেখলেই বুঝতে পারি । ঠিক আছে কিনা ডোজটা ।

প্রশ্নকর্তা : তাহলে ঐযে, তার মানেকি ঔষুধটা যেটা কনটিনিউ করতেছে এন্টিবায়োটিকটা ঐটা বন্ধ করা হয় না?

উওরদাতা : না অনেক সময় ইয়ে করে দেই । দরকার না থাকলেতো অবশ্যই অফ করে দেই ।

প্রশ্নকর্তা : তাহলে যদি এরকম বন্ধ করে দেন মাঝখানে এন্টিবায়োটিক ডোজ । তাহলে এটা কি বাচ্চার শরীরে কোনো --?

উওরদাতা : ঐটা কস্ট বেনিফিট দেখে , হয়তো একটা ডাইরিয়ার বাচ্চা পাচঁদিন এন্টিবায়োটিক খেয়েছে । এখন আর তার দরকার নাই । কারন আমার কাছে আসেতো সিমটোম নিয়ে ভালো হয়ে গেলেতো আর আসে না । তখন প্রয়োজন যদি মনে করি ঠিক আছে

দুইদিন খেয়েছে সে ক্ষেত্রে অনেক তখন যদি প্রয়োজন মনে করি । কনটিনিউ করতে বলি টাইম শেষ হয়ে গেছে বা সাব নরম্যাল ডোজ খাচ্ছে ওর প্রয়োজন নাই সেক্ষেত্রে অফ করে দিতে বলি। এটা প্রতিটা পেসেন্টের ক্ষেত্রেই আলাদা আলাদা ডিসিশন হয় ।

প্রশ্নকর্তা : এখন আমি আর একটু জানব , যখন আপনি এন্টিবায়োটিক দিচ্ছেন তাদেরকে তখনকি কোনো ইন্সট্রাকশন দেন আপনি তাদেরকে যে কিভাবে খেতে হবে এই পরামর্শ গুলো আরকি দেন কিনা ?

উওরদাতা : ডোজটাতো আমরা উল্লেখ করে দেই এখানে আমরা এন্টিবায়োটিক দিলে অবশ্যই বাচ্চাদের ওজন নিয়ে সঠিক ভাবে মাত্রাটা লিখে দেই এবং ওটা কোর্সটা কমপ্লিট করতে বলি । অনেক সময় যদি এন্টিবায়োটিক এসোশিয়েটেড ডাইরিয়া বা এধরনের সমস্যার কথা বলে দেই । সমস্যা যদি হয় তাহলে ওটা আমাদের সাথে যোগাযোগ করবে । যেমন ধরেন এমোক্সাসিলিন বা এমোক্সাসিন লিখলে ফলিক এসিডের কম্বিনেশনের ফলে ডাইরিয়া হতে পারে । সেক্ষেত্রে আর একটু হিসটিরি নেই ওর ডাইরিয়া আছে কিনা ? হয়তো ওটা নিউমোনিয়ার বাচ্চা । তো ধরেন হিসট্রিটা আগে নেই তার মল হেবিটটা কেমন ? বা কখনো হয়তো এন্টিবায়োটিকটা খেলো অন্য কোনো সমস্যা হলে সে আমাদের কাছে চলে আসবে । এটা বলে দেই , কোনো অসুবিধা হলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন ।

প্রশ্নকর্তা :আচ্ছা এগুলা পরামর্শ দেন আরকি । কিন্তু কোনো ধরনের ধরেন যে কতদিন পরপর খেতে হবে এটা ?

উওরদাতা : এটাতো অবশ্যই এটাতো লিখে দেই মুখে বলে । ডোজটা সঠিক ভাবে লেখে দেই এম.এল বা এম.জি । রোগী যেভাবে বুঝে । ফোটাঁ ফোটাঁ সে টাইমটা উল্লেখ করে দেই যে কতদিন খাবে । কারন আমার সাথে একজন আছে সে কাউনসিলিং করে । আমি নিজেও কাউনসিলিং করি । সারাদিনই কাউনসিলিং করছি ।

প্রশ্নকর্তা : তাহলে এই ক্ষেত্রে আর একটু জিজ্ঞাসা করবো ধরেন আপনি কোন এন্টিবায়োটিক গুলো বেশী ব্যবহার করেন ?

উওরদাতা : কমনলি যেহেতু এটা আমরা সরকারী হাসপাতালে আমাদের যখন যেটা সাপ্লাই থাকে ঐটা মাথায় থাকে এক নাম্বারে । যে আমার এখন এমোক্সাসিলিন আছে , এজিট্রোমাইসিন আছে । আবার কখনো কখনো হয়তো এজিট্রোমাইসিন থাকে না । কখনো কট্রিম আছে । এক নাম্বার হল আমার হাসপাতালে এই ঔষুধটা আছে এই ঔষুধটা এই রোগীটার এই অসুখে কাজ করবে কিনা এটা চিন্তা করি। এই হিসেবে দেই । এটা চিন্তা করি । দুই নম্বারে হচ্ছে এমন যে একটা টাইফয়েডের বাচ্চা ইনজেকশন লাগবে বা এসে ভর্তি হবে না । সেক্ষেত্রে হয়তো এই ঔষুধে যদি কাজ না করে বাইরের যে ঔষুধে তার ইনডিকেশন থাকে , মানে একটু আগে একটা রোগী আসলো ভর্তি হবে না কারো ইচ্ছার বিরুদ্ধে তো ভর্তি করতে পারবো না আমরা তো সেক্ষেত্রে শুধু হয়তো তার এমোক্সাসিলিনে কাজ করবে না । বা ধরেন ডিসেনট্রি আমার এই মুহূর্তে ডিসেনট্রি এর ঔষুধ যদি আমার সাপ্লাই না থাকে তখন আমরা বাইরে থেকে প্রয়োজনে লিখি তার অসুখ অনুযায়ী ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা ।

(১০:৩২)

উওরদাতা : এই । তবে চেষ্টা করি এক নম্বর তাকে খুব দামী যাতে ঔষুধটা না হয় । যেমন কোট্রামক্সাসল বেশ কম দাম । এটা অনেক সময় সাপ্লাই না থাকলেও বাইরে পাওয়া গেলে বলি এই ঔষুধটার দাম কম এই ঔষুধটা কিনে নিতে পারেন । মূল্য এবং এভেলেবেলিটি । হাসপাতালের এবেলেবিলিটি আছে কিনা , আর যদি এভেলেবেল না থাকে বাইরেও সে ঔষুধের দামটা কত এটাসে দেখে । প্লাস হচ্ছে ঔষুধটার কম্পানী ভালো কিনা।

প্রশ্নকর্তা : এটাতো হচ্ছে আপনার হসপিটালের ইয়াতে কিন্তু আপনি যখন বাইরে প্রেকটিস করেন, প্রাইভেট প্রেক্টিসের ক্ষেত্রে জিনিসটা কিরকম ?

উওরদাতা : প্রাইভেট প্রেক্টিসের ক্ষেত্রে একটু আলাদা । প্রাইভেট প্রেক্টিসে যারা আসে তারা মোটামুটি , আমি উওরাতে প্রাইভেট প্রেকটিস করিতো ওখানে যারা আসে সবাই শিক্ষিত এবং সচেতন । উনাদের ক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিক ; একই রকমই আমরা খুব একটা লিখি না ইন্ডিকেশন আরো কম , একদম স্পেসিফিক একই রকম । (--১১:২৬--)ইনফেকশন একদম স্পেসিফিক ইনপিকেশন থাকলে এন্টিবায়োটিক লিখি । একই রকমই তবে ওখানে রোগীকে এন্টিবায়োটিকটা কেন লিখছি বা কি ওগুলো ডিটেলস্ একটু বলতে হয় । এখানে যেমন হয়তো রোগীরা অতটা বুঝতে পারে না । ওখানে কিন্তু রোগীরা জিজ্ঞাসা করে , রোগীরা সচেতন বাবা-মা , কেন দিয়েছেন বা কি অনেক কিছু জানতে চায় ।

প্রশ্নকর্তা : তাহলে এটা শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা রোগীর?

উওরদাতা : এন্টিবায়োটিক কিনা ? উনারা কিন্তু প্রথমে জানতে চান যে ঔষুধ গুলো দিয়েছি ওর মধ্যে কোনোটা এন্টিবায়োটিক আছে কিনা ? এবং কোনটা এন্টিবায়োটিক ? যেটা এখানে ওরা এতটা বুঝে না ।

প্রশ্নকর্তা : তার মানে হচ্ছে শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত এর মধ্যে একটা তফাৎ?

উওরদাতা : শিক্ষিত লোকের মধ্যে এন্টিবায়োটিক না খাওয়ানোর প্রবনতা অনেক । উনারা এন্টিবায়োটিক সহজে খাওয়াতে চান না । ওয়েট করার একটা ইয়ে আছে, টেনডেনন্সি আছে । ওয়েট করতে চান , দেখি ভালো হয় নাকি দেখি। ফলোআপে আসেন ।

প্রশ্নকর্তা : তো এখানকার ধরেন ঐযে আপনি যে সরকারী প্রেকটিস করেন বা প্রাইভেট প্রেকটিস দুইটা মিলেই বলতেছি আরকি ফলোআপের ক্ষেত্রে কোন রোগীরা বেশী আসে আপনার কাছে ?

উওরদাতা : ফলোআপে যখন রোগীর উন্নতি হয় না তখন আসে আসলে । ধরেন একটা ফিভারের রোগী জ্বরের রোগী আমি এমনি প্যারাসিটামল দিলাম , তিনদিন , চারদিন, পাচঁদিন হয়ে গেলে তখন আমরা বলি পাচঁদিন বা ছয়দিন পরে আপনার বাচ্চার জ্বর থাকলে আসবেন ; তখন সে চলে আসে । কিন্তু এখানে সেটা অনেক সময় ট্রেসাপ করা কঠিন হয়ে যায় এরোগীটা হয়তো এজায়গায় না এসে আরেক জায়গায় চলে যেতে পারে । এটা ট্রেস করা কঠিন , এখানে প্রচুর রোগী দেখি । ওখানেতো অল্প সংখ্যক রোগী । আমার প্রাইভেটে রোগী কম এখানে রোগী বেশী । অনেক বেশী ।

প্রশ্নকর্তা : তাহলে আপনি বলতে চাচ্ছেন প্রাইভেট প্রেক্টিসে রোগী কম ?

উওরদাতা : সরকারীতে আমি বেশী রোগী দেখি ।

প্রশ্নকর্তা : সরকারীতে বেশী দেখেন ? আমি একটুয়েলি আপনার অভিজ্ঞতা যেহেতু অনেক দ্রীর্ঘ সময়ের আমি দুইটা মিলেই যানব আরকি আপনার কাছ থেকে যেহেতু আমাদের জানাই হচ্ছে রোগীরা মেইনলি কিরকম এন্টিবায়োটিক খাচ্ছে এবং আপনার প্রেক্টিসটা কিরকম ? তাহলে আপনি কোন জেনারেশন গুলো বেশী চুজ করেন দিতে রোগীকে ?মানে কোন জেনারেশনের এন্টিবায়োটিক গুলো ?

উওরদাতা : আমি এন্টিবায়োটিক দেয়ার ক্ষেত্রে চিন্তা করি যে ঔষুধ গুলো কম ইউজ হয়েছে । কম ইউজেরটা চিন্তা করি বিকজ যে ঔষুধটা বেশী হয়েছে সে ঔষুধটা রেজিসটেন্স বেশী । যদি ঠান্ডা-কাশির ক্ষেত্রে বাচ্চারটা এমোক্সাসিলিন না খেয়ে থাকে , তাহলে এমোক্সাসিলিন ভালো কাজ করে। তারপরে এখানে লিখলে আবার আমরা কট্রামক্সাসলটা লিখি ডিসেন্ট্রিতে । এন্ড ফিবারেও কট্রামক্সাসলে অনেক রোগী ভালো হয়ে গেছে । এটা চিন্তা ভাবনা করি । আবার আগের রোগী কি ঔষুধ খেয়েছে এটা একটা ইমপরটেন্ট ফেক্টর । অলরেডি যদি সে আগে খেয়ে ফেলে সেক্ষেত্রে তো পরের জেনারেশন দিতে হয় । তবে প্রথম দিকেরটা দিতে বেশী সাচ্ছন্দ বোধ করি । ফাস্ট জেনারেশন দিতে বেশী সাচ্ছন্দ্য রোধ করি । থার্ড বা ফোর্থ জেনারেশন দিতে বেশী সাচ্ছন্দ্য বোধ করি না ।

প্রশ্নকর্তা : এইযে থার্ড- ফোর্থ জেনারেশন এখন কি আসলে আপনার কি মনে হয় যে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এখানে কোন জেনারেশনটা কমনলি ইউজ হচ্ছে ?

উওরদাতা : থার্ড জেনারেশন বেশী ইউজ হচ্ছে বাইরে । মনে হচ্ছে আগে ওটা দিয়ে দিচ্ছে । এজন্য আমরা সমস্যার সম্মূখীন হচ্ছি । ইনজেকশন সেট্রাক্সল আগেই পেয়ে আসছে । এখন যখন সত্যি সেট্রাক্সজল লাগছে তখন আর কাজ করবেনা। কাজ করছে না এটা এখন দেখা যাচ্ছে, ইন্টারিক ফিবার এটা খারাপ পেসেন্ট । ইন্টারিক ফিবার উইথ কমপ্লিকেশন । তখন সেট্রাক্সজল দেখা যায় পাচঁ-ছয়দিন হয়ে গেলেও কাজ করছে না ; সাতদিন, তখন আমরা খুব বিপদে পরে যাই । যে কি দিবো ?

প্রশ্নকর্তা : তো সেক্ষেত্রে আপনি কি করেন কোনটা দেন?

উওরদাতা : সেক্ষেত্রে হয়তো এড করি সাথে আমি হাসপাতালে হলে এড করি । এটা হলে যেটা হাসপাতালে সাপ্লাই থাকে সাথে এড করে অনেক সময় দুইটা সিনারট্রিক একসাথে ভালো কাজ করে । দেখা যায় । চেঞ্জ করি খুব কমই ।

(১৫:০৫)

প্রশ্নকর্তা : তাহলে আপনি কোনো নির্দিষ্ট রোগীর ক্ষেত্রে আরকি , আমি একটু জানতে চাইব নির্দিষ্ট রোগীর ক্ষেত্রে যে এন্টিবায়োটিক দিতে হবে কি হবে না এই জিনিসটা কোন সময়টাতে সিদ্ধান্তটা নেন ?মানে ডিসিশনটা আরকি আপনার ?

উওরদাতা : রোগীর অবস্থার উপরে , ক্লিনিক্যাল কনডিশনের উপরে , কি ধরনের সিমটোম নিয়ে আসছে এটাই মোটামুটি । সাধারন রোগীর এক ধরনের ঠান্ডা-কাশি , ডাইরিয়া হচ্ছে , হালকা জ্বর বা দুইদিনের জ্বর বা তিনদিনের জ্বর ; এগুলা হইলে এন্টিবায়োটিক দেই না । যখন কমপ্লিকেটেড কমপ্লিকেশন নিয়ে আসে তখন সিদ্ধান্ত নেই । এক নম্বর হচ্ছে কমপ্লিকেমন রোগীর খারাপ অবস্থা ।

প্রশ্নকর্তা : তো রোগীরা আপনার কাছে কোন পর্যায়ে আসতেছে ?

উওরদাতা : এখানে সব ধরনেরই আসে । না, চেম্বারেও সব ধরনের আসে , হালাকা অবস্থা শুধু নাক বন্ধ থেকে শুরু করে সিরিয়াস অবস্থা সবকিছু নিয়েই আসে । শুধু নাক বন্ধ নিয়েও প্রচুর রোগী আসছে । একটা নরম্যাল ড্রপ দিলেই হয়ে যায় । ঐরোগেও কিন্তু আসছে । সামান্য একটু হাঁচি দিচ্ছে সেই রোগেও চলে আসে । দেখানোর জন্য যে ওরা খুব সচেতন কোনো কিছু সমস্যা আছে নাকি দেখে দেন এটাও আসছে আবার অনেক খারাপ রোগীও আসে সব ধরনের যাদের আরো আগে আসা উচিৎ ছিলো ।

প্রশ্নকর্তা : তাহলে ধরেন একটু আগে আপনি বললেন এফোড এবিলিটির কথা রোগী যে এফোর্ড করতে পারে কিনা এই ঔষুধটা আপনি ঐটা চিন্তা করেও ---

উওরদাতা : হ্যা চিন্তা করি রোগীর আর্থিক অবস্থা ও চিন্তা করি । চেহারা পোশাক বা কথা বার্তা এগুলোতে বুঝা যায় । অনেক সময় জিজ্ঞাসা করি আপনার বাচ্চার বাবা কি করেন ? পেশাটা জেনে নেই আমি । এটাই পেশাটা একটু জেনে নেই এক্টফুলি ।

প্রশ্নকর্তা : তো কি মনে হচ্ছে আপনার এরাকি ঔষুধ কিনে খেতে পারে ? যেমন এন্টিবায়োটিকের তো নরম্যাল মেডিসিন এবং এন্টিবায়োটিকের মধ্যেতো দামের পার্থক্য কি আছে ?

উওরদাতা : সেটাতো আছেই । এন্টিবায়োটিক একটু দাম বেশী হয় সাধারনত , কিন্তু সাধারন সর্দি-কাশির দাম বেশী হয় না ।

প্রশ্নকর্তা : তাহলে যেহেতু একটু দামের পার্থক্য আছে সে কারনে এরাকি এন্টিবায়োটিক কোর্স পুরা কেতে পারে ?

উওরদাতা : অনেক সময় তো করে না , ওরা অনেক সময় বুঝে না হয়তো ওরা ভালো দেখলে অফ করে দেয় এটা একটা হতে পারে, ঐ জিনিসটা সচারচর নাই হয়তো ঠিকমত ডোজটা মেনটেইন করে নাই । একটু ভালো দেখলে অফ করে দেয় বা কিনতে পারছে না এটাও হতে পারে ।

প্রশ্নকর্তা : তার মানে হচ্ছে অনেক সময় কিনতে পারে না আবার অনেক সময় ভালো হয়ে যাচ্ছে এই সব কারনে ওরা বন্ধ করে দেয় । অফ করে দেয় ?

উওরদাতা : আবার অনেক সময় সচেতনতার অথবা হয়তো ঔষুদটা আছে খাওয়াচ্ছে না হয়তো এই ধরনের ও আছে অনেক ।

প্রশ্নকর্তা : আমি যতটুকু ইয়া করছি যে বাচ্চাদের ঔষুধ গুলোতো হচ্ছে বোতলে থাকে তা একবার কিনলেই হয় ?

উওরদাতা :সাসপেন্সর গুলো যেগুলো গায়ে লেখা থাকে ওগুলো পানিতে গুলাইলেই হয় । দুইদিন বা সাতদিন এরকম এর বেশী ব্যবহার করা যাবে না । কিন্তু যেগুলো সিরাপ যেগুলো ঠান্ডা কাশির সিরাপ ঐগুলোতো অনেকদিন ব্যবহার করা যায় । অন্তত একমাস খাওয়ানো যায় । কিন্তু সাসপেন্সর ঐ এন্টিবায়েঅটিকটা সবাই সাসপেন্সর হিসেবে পানিতে গুলায় ঐটার গায়ে লেখা আছে যে প্রস্তুত হওয়ার পরে এতদিন ব্যবহার করা যাবে । এটা হয়তো ঐরোগী হয়তো এতটা সচেতন কিনা সন্দেহ আছে । যেমন আজকে একজনকে পড়তে বললাম উনি পড়তে পারছে না বাংলায় । এরকম কিন্তু অনেক রোগী আসে যে পড়তে পারে না বাংলায়ও পড়তে পারে না । ঐসব সমস্যা । বাংলা পড়তে পারছে না এই রকম । কিন্তু উনাকে দেখে একটুও মনে হচ্ছে না যে উনি বাংলা পড়তে পারে না । মহিলা , ছেলেকে নিয়ে এসে তারপরে পড়িয়েছে । ছেলে এসে তারপর পড়ে শুনিয়েছে ।

প্রশ্নকর্তা : তাহলে তো , তাহলে এইযে এরা পড়তে পারে না ; তাহলে এই প্রেসক্রিপশন যে লেখা গুলো থাকে বা ঔষুধের গায়ে যে লেখা গুলো থাকে সেগুলো হয়তো তাদের বুঝার সুবিধার্থে ফার্মেসিস্টরাও বাংলায় লিখে দিচ্ছে এরা আসলে তাহলে কিভাবে খাওয়াচ্ছে ঔষুধ গুলো ?

উওরদাতা : ফার্মেসিতে , আমাদের এখানে ফার্মেসিতে ঔষুধ দাওয়ার সময় এটা উনাদের নির্দেশ দাওয়া আছে ওরা বোতলের গায়ে লিখে দেয় , ঔষুধ কিভাবে এটা বলে দিতে হবে । এটা পড়তে না পারলে কাউকে দিয়ে পড়িয়ে নেয় । আমরাতো বাংলায় লিখে দেই সব । হাফ চামচ , দুই চামচ, কেউ পড়তে না পাড়লে অন্যের সাহায্য নেয় সাধারনত । আর যেটা বলে দেই সেটা যদি মাথায় থাকে তাহলেতো ইটস ওকে । না হলে অন্যের সাহায্য নেয় , আর বাহিরের থেকে নিলে ফার্মসি দোকানদাররা যারা পড়তে পারে না তাদের লিখে দেয় । উনারা কিন্তু বলে দেয় যারা পড়তে পারে না , তাদের লিখে দাওয়া হয় ।

প্রশ্নকর্তা : তাহলে আপনার কি মনে হচ্ছে ওরা যে পরিমান টাকা খরচ করে ঔষুধ খাচ্ছে , এন্টিবায়োটিক ঔষুধগুলো হস্পিটাল তেকে পাচ্ছে বা বাহিরের থেকে পাচ্ছে বা ডাক্তারের মাধ্যমে কোয়ালি ফাইড ডাক্তারের মাধ্যমে পাচ্ছে , বা ফার্মেসির মাধ্যমে যাচ্ছে , যেভাবেই হোক ওরা কি আসলে সে পরিমান সুবিধা পায়?

উওরদাতা : কি ধরনের সুবিধা ?

প্রশ্নকর্তা : মানে যে পরিমান টাকা খরচ করতেছে সে পরিমান সুবিধা আসলে পাচ্ছে কিনা কিরকম?

উওরদাতা : ও আচ্ছা । ওটাতো বলা মুশকিল এন্টিবায়োটিকে প্রয়োজন না থাকলে যদি অহেতুক কিনে তাহলে তো তার টাকাটা নষ্ট হল , বাচ্চার ক্ষতি হল । এটাতো তার ক্ষতিই হল । আমরা কিন্তু অনেক রেশনালি ইউজ করি । হাসপাতালে ঔষুধের তো একটা ইয়ে আছে । প্রয়োজন হলে লিখি আদার ওয়াইজ লিখি না ।

প্রশ্নকর্তা : এটাতো হস্পিটালের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রাইভেট প্রাকটিসে ?

উওরদাতা : ও সেটাতো আমি করি না ব্যাক্তিগত ভাবে এখন যদি লিখে বা খায় সেটাতো তার জন্য ক্ষতিকর । আর শুধু আর্থিক ক্ষতিটা বড় করে দেখছি না শরীরের জন্য ক্ষতিকর বাচ্চাটা এবং সে কমিনিউটিতে সেই জীবানুটা ব্যাক্টেরীয়াটা রেজিসটেন্স হয়ে যাচ্ছে, আর একটা বাচ্চার জন্য এটা কাজ করবে না । ঐ ব্যাক্টেরীয়া টাও আর একজনের মধ্যে ছড়াবে । বডিতে যে ব্যাক্টেরীয়াটা রেজিসটেন্স হয়ে গেল ঐ ব্যাক্টেরীয়া আর একজন কে আক্রমন করলে সেই ঔষুধে কাজ করবে না কাজেই এটা একটা পুরা চিন্তার ব্যাপার ।

(২০:১৬)

প্রশ্নকর্তা : তাহলে এই রকম হলে আপনার এই সতেরো বছরের অভিগ্যতায় কি মনে হয় আপনি এই রকম কোনো রোগী পাইছেন যার রেজিসটেন্স হইছে বা এরকম?

উওরদাতা : ওরকম আছে, যেমন ধরেন একটা একটা বাচ্চা ডিসেন্ট্রির বাচ্চা আমি একটা ধারনা করে একটা ঔষুধ দিলাম দেখা যায়যে ঔষুধটা কাজ করলো না এখন যদি ইয়ে হয় কালচার করলে অনেক সময় দেখা যাযযে অনেক সময় ক্যালচার অনুযায়ী দেই । ইউরেনেড একটা ইনফেকশন এটার রেজিসটেন্স পাওয়া যায় প্রচুর । ইউরেনেড ইনফেকশনএখন ক্যালচার যেগুলো পজেটিভ আসে , হাসপাতালে অবশ্য আমাদের এখন ক্যালচার হচ্ছে না এমনে প্রাইভেট প্রকটিসের ক্ষেত্রে দেখা যায়যে বেশীর ভাগ কমন এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্ট। দেয়ার মত ঔষুধ খুব কম পাওয়া যায় । ঠিক আছে ? অনেক সময় দেখা যায়যে আমরা ঝামেলায় পরে যাই । ইনজেকশন বেশীর ভাগই রোগী দিতে চায়না ইনজেকশন ।

প্রশ্নকর্তা : আপনি যখন এন্টিবায়োটিক দেন কোন এন্টিবায়োটিকটাকে বেশী প্রাইয়রিটি দেন ? প্রাধান্য দেন আরকি ?

উওরদাতা : আপনাকেতো আগেই বলেছি এন্টিবায়োটিক যাতে কম কম ইউজ হয় আমি নিজেও ব্যাক্তিগত ভাবে ঐটা লিখতে পারি না, আমি ফিল করি যেটা কমনলি ইউজ হয় সেটা না মনে হয় যেন সেটা সাভাবিক কাজ কম করার কথা ।

প্রশ্নকর্তা : এন্টিবায়োটিক এবং নরম্যাল মেডিসিন এই দুইটার মধ্যে আসলে কোনো পার্থক্য আছে কিনা ?

উওরদাতা : কি ধরনের ? পার্থক্যতো অবশ্যই আছে ।

প্রশ্নকর্তা : কি ধরনের পার্থক্য আছে ?

উওরদাতা : যেমন একটা নরম্যাল মেডিসিন বারবার খেলে কোনো সমস্যা নাই , একটা কাশির ঔষুধ দিলাম বা একটা ঠান্ডা সর্দির বা প্যারাসিটামল দিলাম , এটাতো যেকোনো সময় তার জ্বর হলে আমরা তাকে এডভাইস করতে পারি ; কিন্তু এন্টিবায়োটি তো বারবার দেয়াটা হুট করে দেওয়াটা ঠিক না , ইনডিকিশন ছাড়া দেয়াটা উচিৎ না ।

প্রশ্নকর্তা : তো লোকজনকি ধরেন প্রেসক্রিপশন ছাড়া , আপনারকি ধারনা ওরা কি প্রেসক্রিপশন ছাড়া এন্টিবায়োটিক কিনে খাচ্ছে?

উওরদাতা : প্রেসক্রিপশন ছাড়া এন্টিবায়োটিক কিনে খাচ্ছে । কারন দোকান থেকে ফার্মেস্টিরাতো প্রেসক্রিপশন দেয় না তারা নিজেরাই প্রেসক্রাইব করে । মানে মুখে বলে দেয় । যেমন আচ্ছা এটা এটা হয়েছে ? রোগীরা কি করে , যাবে না ডাক্তারের কাছে বা অনেক কারনে আমি জানি না এটা মাল্টিপ্যাল ফেক্টর কারন ঔষুধের দোকানতো মোটামুটি এভেলেভেল সব এরিয়াতেই আছে , সে বাসা থেকে বের হলেই তার গলির মুখে একটা ঔষুধের দোকান আছে । সেখানে দিয়ে বললোযে আমার বাচ্চার জ্বর দুইদিন ধরে জ্বর কিছু ঔষুধ দিয়ে দেন লিখে বা আপনি বলে দেন । তখন দেখা যায় দুই তিনটা ঔষুধ উনার দোকান থেকে সেল করে দেয় । ঔষুধের গায়ে লিখে , এটা আমাদের কাছে কমনলি আসে । চার পাচঁটা ঔষুধ নিয়ে আসে । উইদাউট এনি প্রেসক্রিশন । আধা আধি খাওয়ানো গায়ে ডোজ লেখা । দোকান থেকে দিয়েছে, দোকানদার দিয়েছে । মানে ওরা দোকানদারকে ডাক্তার ভাবে । একটা বিশাল অংশ কিন্তু দোকানদারকে ডাক্তার ভাবে ।

প্রশ্নকর্তা : তাহলে এইযে জিনিসটা এই পুরা ব্যাপারটা তাহলে কি মনে হচ্ছে এটাকি রিস্ক ? কতটা রিস্ক ?

উওরদাতা : রিস্ক অবশ্যই রিস্ক । এন্টিবায়োটিক বিক্রি যাতে প্রেসক্রিপশন ছাড়া বিক্রি না হয় । এই ধরনের একটা আইন যদি কঠোর আইন করে সরকার তাহলে খুব ভালো হয় । খালি আইন করলে হবে না সচেতনতা, তাইনা ? এটা একটা সচেতনতা কারন অইনতো সবাই বুঝবে না , সচেতনতা দরকার । যাতে লিখিত ছাড়া , এবং দোকানদাররা যাতে ভয় পায় যে আমি লিখিত ছাড়া একটা রোগীকে এন্টিবায়োটিক দিবো না । একটা প্যারাসিটামল এমনি নরম্যাল ড্রাগ যেগুলা ওগুলো লেখা যায় । কিন্তু উনি একটা সেফ-থ্রি দিয়ে দিচ্ছে, একটা সিপ্রোফ্লক্সাসিন প্রেসক্রাইব করে দিচ্ছেন । রোগী দুইটা এমোডিস খাচ্ছেন , একটা সিপ্রো কিনে খাচ্ছেন দোকান থেকে। একটা এজিট্রোমাইসিন কিনে খাচ্ছেন, এটা কিন্তু অহরহই হচ্ছে ।

প্রশ্নকর্তা : তো এইযে রোগীরাতো দোকানদারদের গিয়ে বলতেছে আমার এই সমস্যা আমাকে দেন এটা একটা জিনিস কিন্তু ওরাকি নিজেরা গিয়ে এন্টিবায়োটিক চায় ? যেমন আমাকে সেফ-থ্রি দেন ? আপনার কি মনে হয় ?

উওরদাতা : এটা এটা মনে হয় কম হয় । এটা কম হয় । যেমন কালকে , না এমন ও আছে ওরা পুরোনো প্রেসক্রিপশন দেখে ঔষুধ খায় । এটা আমরা পেয়েছি চেম্বারে পেয়েছি । হয়তোবা ডাক্তারের কাছে আসবে না সময় বা টাকা পয়সা সবকিছু মিলে উনি পুরানো প্রেসক্রিপশন দেখিয়ে দেখিয়ে ঔষুধ খাওয়াতে থাকেন । আমি কালকে একটা পেসেন্ট পেয়েছি , উনির বাচ্চার জ্বর। দুইটা বাচ্চাকে একটা সেফ-থ্রি কিনে খাওয়ানো শুরু করেছেন , বললাম যে ডোজ কম কেন ? বলে দুইজনকে খাওয়িয়েছি তো । শুনে একটু অবাক হলাম যে ওরাতো শিক্ষিত সচেতন , বললাম যে আপনার বাচ্চার যে অবস্থা এটাতো এন্টিবায়োটিক দরকার ছিলো না । কিন্তু উনারা কোনো একটা পুরানো প্রেসক্রিপশন দেখে ঐটা খাওয়ানো শুরু করেছে এই আরকি।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা তার মানে রোগীদের প্রাক্টিসের মধ্যে যদি আমরা রোগীদের ক্ষেত্রে দেখি তার মানে ওরা হচ্ছে অনেক সময় নিজে গিয়ে নিয়ে আসতেছে অনেক সময় পুরানো প্রেসক্রিপশন যেটা হয়তো ছয়মাস বা পুরানো এরকম গুলো সে ---

উওরদাতা : বা এক জায়গায় সে ডাক্তার দেখিয়েছে এখন আর এক জায়গায় গেছে বাড়িতে গেছে পুরানো প্রেসক্রিপশন দেখে খাওয়ানো শুরু করেছে । ওখানে আর কাউকে দেখায় নাই এরকম । এটা হয় দেখেছি ।

প্রশ্নকর্তা : এরকমকি কখনো পাইছেন যারা নেইভারের কাজ থেকে জিজ্ঞাসা করে আবার ----

উওরদাতা : হ্যাঁ , এরকমও হয়েছে আমার ভালো হয়েছে ঔষুধটা উনি বলেছে খাওয়ানোর জন্য আমি এটা খাইয়েছি । বা ফোনে আর একটা হচ্ছে টেলি মেডিসিন যেটা অনেক সমস্যা এখন , ফোনে ট্রিটমেন্ট বলে দিচ্ছে ।

(২৫:০৯)

প্রশ্নকর্তা : ফোনে যেটা করে এটাকি কোয়ালিফাইড ডাক্তারের মাধ্যমে করতেছে নাকি আন-কোয়ালিফাইড ? কি মনে হয়?

উওরদাতা : সবকিছুই হচ্ছে ।

প্রশ্নকর্তা : তো এটাকি কতটা----?

উওরদাতা : এখন এখানে একটা ব্যাপার আছে টেলি মেডিসিন এটা আমাদের হাসপাতালেও আছে , এটা আমি ওভাবে বলতে পারছি না কোনো কোনো ক্ষেত্রেতো টেলি মেডিসিন একটা লাইফ থ্রেটেনিং তাইনা? একটা বাচ্চার প্রচন্ড জ্বর আসছে, এখন উনি আমাকে ফোন দিয়ে কোনটা খাবে ? এটা আমরাও বলছি এটা বমি হচ্ছে প্রচন্ড,বলবো না এখন এটা এসে নিয়ে যান আপনি , সেটা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় সীমাবদ্ধ থাকতে হবে । পুরা ট্রিটমেন্ট তো আর ফোনে করা যাবে না । ডোজের ব্যাপার আছে বা কি ঔষুধ দিবো । বাচ্চার ওয়েট নিতে হবে । বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এটা একটু বেশী ইমপরটেন্ট ।

প্রশ্নকর্তা : আপনি কি বাচ্চা ছাড়া অন্য কোনো পেসেন্ট দেখেন ?

উওরদাতা : না আমি বাচ্চা ছাড়া অন্য দেখি না । যেহেতু আমার ইস্পেসিয়ালিটি আলাদা ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আগেই বলছেন, তাহলে আমি আর একটু জানতে চাইব এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স সম্পর্কে মানে এর রিস্ক সম্পর্কে একটু জানতে চাইব আরকি । যে এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্সটা আসলে কি ? আমি যদি এক কথায় বরতে চাই এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্সটা আসলে কি ? রেজিসটেন্স এটা কিভাবে বুঝবো?

উওরদাতা : এটা যেটা হচ্ছে , এন্টিবায়োটিক মানে হচ্ছে এন্টিব্যাক্টেরীয়াল , ঐ ব্যাক্টেরীয়াকে সে কিল করবে । কিছু মেকানিজমের মাধ্যমে যখন সে এটা করতে পারছে না আমি দিয়েছি যে লোকটার বডিতে অনেক ব্যাক্টেরীয়া আছে সেগুলো কিল করার জন্য , কিন্তু

সে কাজ করছে না , কিন্তু সে প্রতিনিয়ত ঔষুধ খাচ্ছে , তার এন্টিবায়োটিক কিন্তু বডিতে ব্যাক্টেরীয়া কোয়ালিফাইড করছে । কাজ করছে না কারন এটা একটা এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স । আর সিমটোম থেকে যাবে মানে আর কাজ করছে না রোগীর সিমটোম রয়ে যাবে । কমপ্লিকেশন ডেভলপ করবে এক কথায় ।

প্রশ্নকর্তা : তাহলে এইযে এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স এটা নিমূর্ল করার জন্য প্রিভেন্ট করার জন্য আমাদের কি করতে হবে ?

উওরদাতা : এক নাম্বার হল জুডিশিয়াস ইউজ অফ এন্টিবায়োটিক ইনডিকেশন ছাড়া এন্টিবায়োটিক লিখা যাবে না । এটা একটু খুব ভালো করে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সবার জন্য , কারন এটা শুধু ডাক্তারদের করলে হবে না , না? রোগীদের সব সাধারন মানুষের জানতে হবে যে আমি হুট করে একটা এন্টিবায়োটিক খাবো না । দুই নাম্বার হুট করে একটা এন্টিবায়োটিক কাউকে এডভাইস দিবো না। ডাক্তারদের ক্ষেত্রেও কোনো কোনো ডাক্তার আছে যারা সহজে এন্টিবায়োটিক লেখে ফেলে সেটাও করা উচিৎ না । এটা সবার উচিৎ আসলে এই সচেতনতা বৃদ্ধি করা । যেটা আমি চেম্বারে দেখি ওরা কিন্তু অনেক সচেতন । আপনি কি এন্টিবায়োটিক দিয়েছেন? হা , শুনে খুব খুশি , যে এন্টিবায়োটিক দেন নাই না ? খুব খুশি । এখানে কিন্তু সেরকম নাই । দোকানদার যে ঔষুধ এন্টিবায়োটিক দিচ্ছে ঐটা কিন্তু জানেই না , এন্টিবায়োটিক কি ঐ ব্যাপারে কোনো আইডিয়াই নাই্ । কাজেই এটা সচেতনতাটা সর্বস্তরে বিস্তার করা জরুরী ।

প্রশ্নকর্তা : তাহলে প্রিভেনট করা সম্ভব হবে ?

উওরদাতা : এবং আমরা খুব দরকার ছাড়া যে থার্ড জেনারেশন , ফোর্থ জেনারেশনে যাবো না । হালকা ধরনের এন্টিবায়োটিক দিয়ে শুরু করবো এবং প্রয়োজনে আরকি বাড়াবো । প্রথমেই সবচেয়ে করাটা দিবো না তাহলেতো সমস্যা হয়ে যাবে যখন ঐ ঔষুধটা দরকার হবে তখন ঐটা কাজ করবে না । প্রথমে যদি আমি সাধারন ব্যাপারে আমি মেরোপেনাম দিয়ে দেই পরে যখন তা লাগবে সেটা ভালো হয়তো কাজ নাও করতে পারে । আর একটা হচ্ছে এন্টিবায়োটিকের কোর্স কমপ্লিট না করা । কোর্স যাতে ঠিকমত খায় , এমোনিয়ার বাচ্চাকে পাচঁদিনের জন্য দিলাম সে তিনদিন খায়ে দুইদিন খাওয়ালো না । এটাতো আবার সমস্যা ব্যাক্টেরীয়াটা রয়ে যায় হয়তো পনেরো দিন পর আবার ঐটা ফেয়ার আপ হল । ইউরেনের একটা ইনফেকশন ঐটা ঠিকমত ঔষুধ খেয়ে কিউর না হলে ঐ ইনফেকশন সাধারনত ভালো হয় না । কোর্সটা কমপ্লিট করতে হবে । এপারেন্টলি হয়তো সে সিমটোম নেই , বাট ব্যাক্টেরীয়া রয়ে গেছে ।

প্রশ্নকর্তা : তাহলে এইযে কোর্স পুরা না করা , এরা মানে রোগীরা আরকি রোগীরা কোর্স পুরা আসলে করে নাকি কি মনে হয় আপনার?

উওরদাতা : প্রাইভেট প্রেক্টিসের ক্ষেত্রে দেখা যায়যে মোটামুটি করে । কিন্তু এখানে তো অনেক রোগী দেখি এখানে ফলোআপ করা কঠিন ব্যাপার । এখানে ডেইলি একশ-একশ বিশ এরকম , সবাই করে কিনা বলা মুশকিল । আরেকটা ঔষুধ হয়তো আর একটা সিরাপ নাও হতে পারে তার কোর্স আর একটা কিনতে হবে এজন্য হয়তো ।

প্রশ্নকর্তা : তো এইযে রোগীদের ক্ষেত্রে আরকি ওদেরযে ঠিকমত ঔষুধ কোর্স পুরা করার যে ইয়া এক্ষেত্রে ওদের জন্য চেলেঞ্জ কি কি ? রোগীদের চেলেঞ্জ কি কি ?

উওরদাতা : রোগীদের চেলেঞ্জ হচ্ছে ধৈর্য্য ধরে বাচ্চাদের খাওয়ানো কঠিন ব্যাপার তাই না ? বাচ্চাকে খাওয়ানো কঠিন , বাচ্চা বমি করতে পারে । আর একটা হয়তো কিনে না এটা একটা ব্যাপার আর হাসপাতালেও পাওয়া যায় আর একটা যদি লাগে সেটা এসে নিচ্ছে না । তারপর একটু উন্নোতি হলেও সেটা বন্ধ করে দেয় । ধৈর্য্য ধরছেন না বা সচেতনতা থাকছে না যে কোর্স কমপ্লিট করতে হবে। বা এটা একটা ইনফেকশন পুরাটা খেতে হবে এপারেন্টলি ভালো দেখলে বন্ধ করে দিচ্ছে । এই ব্যাপারটা আরকি । এটা থাকা উচিৎ বুঝা উচিৎ ।

প্রশ্নকর্তা : এন্টিবায়োটিক কিভাবে কাজ করে আসলে বডিতে?

(৩০:০১)

উওরদাতা : এন্টিবায়োটিক বিভিন্ন ভাবে কাজ করে । বিভিন্ন ব্যাক্টেরীয়ার উপর কাজ করে । তাদের সেল ওয়াল সেল মেমবেসেনথেসিস, প্রোট্রেসিনথেসিস ট্রিভেন্ট করে দেওয়া মানে উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যাক্টেরীয়াটাকে কিল করা । তার ব্যাক্টেরীয়া যে কাজ করে বিভিন্ন ডি.এন.এ. যে ধরনের উয়ে পায় , ঐটা ভাইরাসের ক্ষেত্রে , ব্যাক্টেরীয়ার ক্ষেত্রেও হতে পারে । আর মাইক্রোকন্ডিয়ার উপরও কাজ করে ব্যাক্টেরীয়াটাকে কিল করে ফেললো । উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যাক্টেরীয়াটাকে কিল করে ফেলা । ব্যাক্টেরীয়াটা যাতে কিল হয়ে যায় । আর কিছু আছে যা ইনেভেন্ট করে । এগুলা আরকি । আলটিমেটলি উদ্দেশ্য হচ্ছে কিল করে ফেলা ।

প্রশ্নকর্তা : তাহলে আমরা একটু নীতিমালা সম্পর্কে কথা বলি , অনেক গুলো রিস্ক এবং ইয়ে নিয়ে কথা বলছি । এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার নিয়ে এক্ষেত্রে কোনো রেগুলেটরী বডি আছে যারা হস্পিটালে চেক করে ? বা ধরেন ড্রাগ সপে চেক করে মেইনলি ঔষুধতো পাচ্ছে ড্রাগ সপ থেকে পেসেন্টরা তাহলে এক্ষেত্রে?

উওরদাতা : ড্রাগ রেজিসট্রেশন যারা উনারা মনে হয় বিভিন্ন সপে যান । ঔষুধের ফার্মেসিতেতো ভিজিট হয় প্রায় সময় , ফার্মেসিতে ভিজিট হয়ে ইয়ে টিয়ে ডেট পার হওয়া ঔষুধ অবৈধ ঔষুধ আছে কিনা এটা করে এটা আমরা প্রায়ই দেখিযে ফার্মেসিতে ভিজিট হচ্ছে আর এমনে ইস্পেসিয়ালি এন্টিবায়োটিক নিয়ে ইধানিং ইয়ে হচ্ছে সাস্থ অধিদপ্তরে বিভিন্ন সচেতনতা মূলক ইয়ে করছে যেটা আমরা পেপারে দেখছি বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হয়তো দেখছি যে স্যার উনারা বিভিন্ন গভাঃমেন্ট পারসন উনারা বিভিন্ন ধরনের সেমিনার করছে ।

প্রশ্নকর্তা : তার মানে এটা আসলেই হচ্ছে কিনা শুধু এন্টিবায়োটিক ব্যবহার নিয়ে এরকম কিছু ইয়া আপনি বলতে পারতেছেন না ?

উওরদাতা : ইদানিং ২০১৭ সালের থেকে দেখতেছি যে এন্টিবায়োটিকের সচেতনতা নিয়ে পেপারে এবং ইয়েতে লেখালেখি হচ্ছে মিডিয়াতে। এটা পেপারে দেখছি কিন্তু বেশ পেপারে এবং ইয়েতে ফেসবুকে মোটামুটি ।

প্রশ্নকর্তা : এখানে দেখছেন কিন্তু আসলে মানুষ?

উওরদাতা : এটা দেখে আমি নিজেও উৎবুদ্ধ হচ্ছি যে হ্যা আসলেই ব্যাপারটা ভিশন জুরুরী ।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু আসলে ঐ ড্রাগ সপে কি ওরা কোনো ?

উওরদাতা : ড্রাগ সপ এর এই সব বিষয়ে তো কোনো তেমন ভালো আইডিয়া নাই । ওরা কি করছে একজেক্ট আমার জানা নাই ।

প্রশ্নকর্তা : বাংলাদেশের ক্ষেত্রেকি কোনো নিয়ম বিধিমালা এরকম কোনো পলিসি আছে কিনা এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার সম্পর্কিত কোনো পলিসি?

উওরদাতা : ড্রাগ এডমিনিসট্রেশনের যে রুলস এন্ড রেগুলেশন আমার ধারনা নিশ্চই আছে । এটা কোথায় যেন পরেছিলাম এখন এই মুহূর্তে একজেক্ট মনে নেই । ওখানে নিশ্চই আছে আছে , কিছু ড্রাগ আছে যেগুলা প্রেসক্রিপশন ছাড়া দেওয়া যায় কিন্তু হয়তো আইনের নিয়মের ইয়ে করা হচ্ছে না প্রয়োগ হচ্ছে না কিন্তু আইন নিশ্চই আছে যে এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রিপশন ছাড়া , এন্টিবায়োটিক ছাড়া আরো অন্যান্য ঔষুধ আছে শুধু এন্টিবায়োটিক না ; যেমন সিডেটিভ, এন্টিসাইক্রোটিভ এগুলো প্রেসক্রিপশন ছাড়াতো আসলে প্রেসক্রাইব করার কথা না । মানে বিক্রি করার কথা না ।

প্রশ্নকর্তা : এছাড়া ধরেন আরো একটা যে জিনিস আছে যে নৈতিকবিধি মালার কি কোনো প্রয়োজন আছে নাকি এন্টিবায়োটিক ব্যবহার নিয়ে ?

উওরদাতা : হ্যা তাতো ---

প্রশ্নকর্তা : মানে আপনার মতামতে ?

উওরদাতা : আমার মতামতে আইন আছে কিন্তু আইনের প্রয়োগটাতো হচ্ছে না । এখনতো যেকোনো কেও দোকানে গিয়ে হুট করে আমাকে একটা এটা দেন বলে দিয়ে দিলো উনি, তাই না ? হয়তো মোটামুটি আনতাজ করে ডোজটা দিয়ে দেয় । এটা করা যাচ্ছে এটা যাতে করা যাতে না যায় এই জিনিসটা এই আইনের প্রয়োগটা করা বেশ জরুরী । দোকান থেকে হুট করে গিয়ে যাতে কেউ একটা এন্টিবায়োটিক কিনে খেতে না পারে । অন্য দেশে এটা সম্ভব না প্রেসক্রিপশন ছাড়া , প্রেসক্রিপশন হয়তো যেকেউ একটা লিখতে পারে কিন্তু সেটাতো আরো পরের কথা কিন্তু প্রেসক্রিপশন ছাড়াই কিন্তু দিয়ে দিচ্ছে । এটলিস্ট ওটা একটু যাতে কমানো হয় ।

প্রশ্নকর্তা : এজন্য নীতিমালার প্রয়োজন ?

উওরদাতা : প্রয়োগটা প্রয়োজন । হ্যা। জরুরী , নীতিমালা আছে কিন্তু প্রয়োগটা যাতে করতে পারে ।

প্রশ্নকর্তা : এরকম আপনার কি মনে হয় যে এইযে অযৌক্তিক ভাবে অনেকে প্রেসক্রিপশন করে যে যার এন্টিবায়োটিক লাগবে না তাকে আবার এন্টিবায়োটিক দিয়ে দিচ্ছে এরকম হয় কিনা ?

উওরদাতা : এটা হয়তো হয় , এটা লিখে থাকলে হয়তো উচিৎ হচ্ছে না । হয়তো হচ্ছে , একদম হয় না বলা মুশকিল বাংলাদেশেতো প্রচুর জনগোষ্ঠি । হয়তো হচ্ছে । কোথাও না কোথাও ।

প্রশ্নকর্তা : এটা কারা বেশী করতেছে যে এন্টিবায়োটিক দরকার নাই তারপরেও এন্টিবায়োটিক দিয়ে দিচ্ছে এটা কোন গ্রুপটা বেশী করে ?

উওরদাতা : এটা জেনারেল প্রাকটিসের, প্রেকটিস যারা করে ইস্পেশিয়ালিস্টরা একটু কম করে । জেলা চিকিৎসক বা পল্লী চিকিৎসক বা আরো বিভিন্ন ধরনের কোর্স আছে বা অন্যান্য কোর্স আছে , কোর্স করে এরকম প্রেসক্রাইব করে বা ডিসক্রাইব করে ফার্মসিস্ট , ফার্মসিস্ট নাম থাকে তাদের । ওরা অনেক সময় দোকানে বসে বা যে ইয়েতে ডাক্তার নাই বা এরকম বা ছোটখাট ইয়েতে দেখবেন যে গলিটলির মধ্যে করছে কিন্তু । ফার্মাসিস্ট আছে ওরা অনেকে প্রেসক্রাইব করছেন । মনে হয় যে ওদের , কারন আমি অনেক সময় পাইযে কোনো ইয়ে নাই , সিল বা কিছু লেখা নাই , প্রেসক্রিপশন এমনে নাম লেখা একটা সিগনেচার দেয়া । একটা প্যাডের মধ্যে লেখা । এরকম অনেক সময় পাই , নাম নাই বা কিছু নাই বাট লেখা ।

(৩৫:০৪)

প্রশ্নকর্তা : এরকম এটা কেন আসলে করে তারা?

উওরদাতা : এটা মনে হয় উনাদের এক ধরনের আত্মবিশ্বাসের অভাব হয়তো ভাবে যে অনেক গুলো ঔষুধ লিখলে হয়তো দ্রুত ভালো হয়ে যাবে । এই -- ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্ছা । মানে যে রোগী তারাতারী --?

উওরদাতা : তারাতারী ভালো হয় এটা একটা মনে হয় যেন , আমার মনে হয় আরকি যাতে দ্রুত ভালো হয় এটা ।

প্রশ্নকর্তা : তাহলে নিজেদের আর্থিক লাভের জন্য কি কেউ এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করে কিনা ?

উওরদাতা : এটা আমি বলতে পারব না এটা আমার জানা নেই । অথিক ব্যাপারটা সম্পর্কে আমার কোনো আইডিয়া নেই ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা ধরেন এক্ষেত্রে এটা না হয়ে আপনার কি ধারনা আরকি এক্ষেত্রে ধরেন একচুয়াল ইয়ে কি ইনফরমেশনতো আপনি দিতে পারবেন না কারন দেয়া সম্ভব না আমাদের কারো পক্ষে একসেপ্ট গবেষনা করা ছাড়া কিন্তু আপনার ধারনা মতে কি বলে ? যে আর্থিক লাভের জন্যও কেউ এন্টিবায়োটিক বিক্রি করে কিনা বা দিয়ে থাকে কিনা ?

উওরদাতা : ওটা আমি ঠিক বরতে পারব না । আর্থিক লাভের জন্য এন্টিবায়োটিক দেন কিনা ? হয়তো নির্দিষ্ট কোনো কম্পানীর ঔষুধ দিতে পারে ওটা হয়তো দিতে পারে শুনি এন্টিবায়োটিক শুধু অর্থিক লাভের জন্য দেন কিনা ওটা আমার জানা নাই । আমার কাছে যেটা মনে হয় যে আত্মবিশ্বাসের অভাবটাই । সবাই ভাবে আমার চিকিৎসায় রোগীটা ভালো হয়ে যাক হয়তো তাই এই ধারনা যাতে দ্রুত রোগীটা ভালো হয়ে যায় । এরকম আরকি ।

প্রশ্নকর্তা : তাহলে আমি আর একটু জানতে চাইব আপনার কাছ থেকে এইযে কনজুমার রাইটস বা হিউমেন রাইটস বা ভোক্তা অধিকার এটা সম্পর্কে আপনার কোনো ধারনা আছে কিনা ?

উওরদাতা : এটাতো আছে বাট এটা সম্পর্কে যে আমার খুব ভালো আইডিয়া আছে এটা বলা মুশকিল , ভোক্তার যে কোনো কিছুই আমি যখন একটা জিনিস কিনবো জিনিসটা হয়তো পিউর হয় নকল যাতে না হয় এক্সপায়ারি ডেট যাতে ওভার না থাকে এটা আমার অধিকার আমি টাকা দিয়ে এটা কিনছি । এটাই আমার ধারনা ।

প্রশ্নকর্তা : এছাড়া আমি আর একটু জানতে চাইব যে , প্রেসক্রিপশনের ক্ষেত্রে ধরেন আপনি একটা রোগীকে প্রেসক্রিপশন করলেন তাকে কিভাবে আরো প্রেসক্রিশন করলে তার সচেতনতা বাড়বে সে ভালো ভাবে ঔষুধটা পুরা ঠিক মত পুরা কোর্স পুরা খাবে ? ফলোআপ করতে বললে সে ফলোআপে - --- কিভাবে বললে বা কিভাবে লিখলে প্রেসক্রিপশন ---?

উওরদাতা : সরকারী হাসপাতালের জন্য বলি আলাদা ? সরকারী হাসপাতালে হচ্ছে রোগীর সংখ্যার তুলনায় ডাক্তার এবং রোগীর প্রোপোরশন মানে ইয়েটা বেশী , মানে আমাকে আমার যে পরিমান রোগী তার অর্ধেক দেখলে আমি তাদেরকে আরো বেশী সময় দিতে পারতাম তাই না?

প্রশ্নকর্তা : হু ।

উওরদাতা : সময় যদি বেশী দেওয়া যায় তাহলে ইয়ে করা যাবে , কাউনসিলিং ভেরী মাচ ইমপরটেন্ট কিন্তু এখানে যদি আমার রুমের সামনে দেড়শ রোগীর লাইন থাকে তখন আমার দেখা যাচ্ছে কাউনসিলিং করার সময়টা কমে যাচ্ছে , আমার একটু হাড়ি করার টেনডেন্সি আসে , আবার রোগীও একজন রোগী বাইরে এসে দাড়াতে চায়না এক ঘন্টা সিরিয়ালে। সে দ্রুত এসে দেখিয়ে যেতে চায় । এই আরকি । আমার মনে হয় যেন ঐমেন পাওয়াটা এটা ভিশন জরুরী আমার কাছে সরাসরি চলে আসতেছে নাক বন্ধ নিয়ে , এটা একটা মেডিকেল ইস্টাডি লিখে দিতে পারে নাক বন্ধ একটা ড্রপ এজন্য আসতে হতো না । এতে করে কিন্তু একটা খারাপ রোগীর টাইম কমে যাচ্ছে । তাই না? একটা খারাপ রোগীকে আমি বেশী সময়টা দিতে পারছি না । আমাকে নাক বন্ধ রোগী দেখতে হচ্ছে ত্রিশটা শুধু সর্দি পড়ছে সেটা দেখতে হচ্ছে বিশটা শুধু কাশি তেমন কোনো সমস্যা নাই সেটা দেখতে হচ্ছে অনেকে শুধু খায়না দেখতে হচ্ছে যার ফলে আমার সিরিয়াস রোগী বা এন্টিবায়োটিক যাদের লাগবে তাদের আমি এটা ফিল করি , আমার আর একটু মানে ডাক্তার বা মেনপাওয়ার বা এই ধরনের স্টেপ বাই স্টেপ পার হয়ে তাহলে কিন্তু রোগী এতক্ষন দাড়াতে হত না , রোগী আগেই চলে যেতো । তাই না ?

প্রশ্নকর্তা : হু হু । তাহলে ঐযে এই ক্ষেত্রে আপনি বলতেছেন স্টেপ --

উওরদাতা : হ্যা এটা খুব ইমপরটেন্ট স্টেপ ওয়াইজ হিসেবে যাবে কারন আমরা সব রোগীই দেখছি ।

প্রশ্নকর্তা : আর একটা হচ্ছে ওদের কাউনসিলিং করাটা?

উওরদাতা : হ্যা কাউনসিলিং সময় এটার জন্য ডাক্তার খুব একটা জরুরী না আমি এটা ফিল করি। কাউনসিলিং আমাকে করতে হচ্ছে ডাইরিয়া রোগীর , এজন্য অন্যান্য যে এসিসটেন্ট অন্যান্য মেডিকেল যে এসিসটেন্ট তাদের আরো পোস্ট থাকলে ভালো হতো ।

প্রশ্নকর্তা : আমরা যেটা বলতেছিলাম ওরা কোন প্রতিষ্ঠানে যেতে বেশী পচ্ছন্দ করে ? ঔষুধ কিনার জন্য রোগীরা ?সরকারী বেসরকারী কোন জায়গায়? বেসরকারী বলতে , বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বলতেতো ---?

উওরদাতা : সরকারীতে আসতে , সরকারী প্রতিষ্ঠানে ভীড় বেশী , এখানেতো টিকেট অনেক কম তিনটাকার একটা টিকেট কেটে ডাক্তার দেখানো যায় ভিজিট লাগে না অনেকক্ষন দাড়ালেও তারা সরকারীতে আসতেই বেশী পচ্ছন্দ করে । কিন্তু একটা বিশাল গ্রুপ কিন্তু সরাসরি দোকানে চলে যায় । আমার কাছে মনে হয় আরকি , তারপর ওখানে উন্নতি না হলে তারপর এখানে আসছে । আমার কাছে তিন চারটা ফাইল নিয়ে আসে । বে একটা বিশাল সংখ্যার রোগী । আবার এটাও সঠিক যে আবার বিশাল একটা অংশ সরাসরি আমার কাছে আসছে । প্রচুর রোগী আসেতো আমাদের কিন্তু প্রচুর রোগী আসে । এটাও যে ওরা সরকারী পচ্ছন্দ করে এটাও আছে অনেক রোগী। সরকারী ডাক্তার ছাড়া রোগী ভালো হয় না বলে আপনি না দেখলে ভালো হয় না এটা কিন্তু প্রচুর বলে আমাকে। ভালো লাগে শুনতে ।

(৪০:০০)

প্রশ্নকর্তা : হ্যা তো ওরা ঔষুধ গুলো পাচ্ছে কোথা থেকে বেশী? অলমোস্ট ?সরকারী থেকে বেশী ঔষুধ পায় নাকি ? মানে কিনার ক্ষেত্রে আরকি ।

উওরদাতা : এটাতো সাপ্লাই এর উপর ডিপেন্ড করে আমাদের । রোগীর সংখ্যাতো অনেক সময় অনেক বেশী বেড়ে যায় সেক্ষেত্রে সাপ্লাই কমে গেলে হয়তো ঔষুধ শেষ হয়ে গেল আজকে আনতে দুই তিনদিন সময় লাগে সেক্ষেত্রে একটু সমস্যা হয় আদারওয়াইজ যখন হাপাতালে সাপ্লাই থাকে সেক্ষেত্রে আমরা দিতে থাকি , কিন্তু সবকিছুর আমার মনে হয় একটা সংখ্যা আছে যে বরাদ্দ আছে যে তাই না ? মাঝে মাঝে অনেক বেশী যেমন এখন শীতে সিজনে রোগী একটু কম তাও কিন্তু এই অবস্থা , আর যখন ইয়ে তখন অনেক ভীড় হয়ে যায় । এটা ডিপেন্ড করে হাসপাতালের ঔষুধ কতটা সাপ্লাই আছে যখন সাপ্লাই থাকে তখন মোটামুটি ভালোই পায় ।

প্রশ্নকর্তা : আর অন্য দিকে বলতেছেন বিশাল একটা অংশ বাইরে থেকেও নেয় ?

উওরদাতা: যখন হয়তো ঔষুধ শেষ হয়ে গেল ইয়ে আজকেই শেষ হয়ে গেল আমি আজকে একটু আগে হয়তো খবর পেলাম তখন আমাকে হয়তো বাইরে , বাইরে থেকে লিখলে আমরা খুবই কম দামী ঔষুধ লিখি বা চেষ্টা করি যে , যখন হাসপাতালে সাপ্লাই থাকে এটা ডিপেন্ড করছে যে সপ্লাই এর উপরে আসলে । সাপ্লাই যখন থাকে আমরা সাপ্লাইটাই দিচ্ছি ।

প্রশ্নকর্তা : তাহলে আমি আর একটু জানতে চাইব যে হস্পিটালের সিস্টেমটা আছে , ঔষুধের যে ঔষুধ পাওয়া আপনি যে প্রাইভেট প্রেকক্টিস করেন ওখানে তো কোনো ড্রাগ সপ বা এরকম কোথাও---?

উওরদাতা: আমি যেখানে প্রাইভেট প্রাক্টিস করি ওখানে আমাদের হস্পিটালে একটা ড্রাগ সপ আছে তবে আমি কিছু বলি না রোগীরা পচ্ছন্দ অনুযায়ী কিনে , তবে অবশ্যই বলে নেইযে ভালো ফার্মেসি থেকে কিনে নিতে । বড় ধরনের ফার্মেসি থেকে , যাদের ইয়েতে কোনো নকল ঔষুধ বা ইয়ে নাই, আপনার বড় ধরনের দোকানে যেতে বলি ।

প্রশ্নকর্তা : আমি আর একটু ডিসপোসাল সিস্টেম নিয়ে কথা বলবো , যে এইযে ইয়ে গুলো ধরেন আপনি যেহেতু গভঃ হস্পিটালেরও আবার ঐখানে প্রাইভেট হস্পিটালেও আছেন তো এই দুইটা মিলে ওদের ডিসপোজাল সিস্টেমটা কিরকম ? হস্পিটাল ওয়েস্ট ডিসপোসাল ?

উওরদাতা : ওয়েস্ট ডিসপোজাল এখানেতো সরকারী যারা কাজ করে ওরা করেন , আর ওখানে তো প্রাইভেট প্রাক্টিসে আলাদা ওটাতো দেখলাম যে ওরা বিভিন্ন ধরনের কালারফুল ইয়ে আছে রেড, ইয়ালো, গ্রিন এধরনের ইয়েতে করে বর্জ্র অপসারন করে ।

মানে ইয়েটার উপরে টাইপ স্পেসের উপর ডিপেন্ড করে যেমন যেগুলো সুই জাতীয় জিনিস সেটা এক ধরনের , তারপর হস্পিটালের ওটির জিনিস পত্র একধরনের , এখানে ও সেই রকমই । জিনিসটা একই রকমই ।

প্রশ্নকর্তা : জিনিসটা অলমোস্ট সেম ?

উওরদাতা : হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা : এগুলো কি কোথাও ফেলে দেয় ? কোথায় ফেলে দেয় ? এটাতো একটা ডাস্টবিনের মধ্যে রাখলো তারপরে ?

উওরদাতা : ঐটা এত ডিটেলস আমি জানি না , যেহেতু ঐটা অন্যরা ডিল করে তাদের আবার ট্রেনিং হয় ডিসটোজাল এর উপর ট্রেনিং হয় এটা যারা এডমিনিসট্রেশনে আছে উনারা জানে আমি ডিটেলস জানি না । তবে বক্সে করে দেখেছি ওরা নিয়ে যায় ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা এর পরবর্তীতে কি হচ্ছে এটা আপনি জানেন না ?

উওরদাতা : না জানা নাই ।

প্রশ্নকর্তা : তাহলে আমি আর একটু জানতে চাইব অলমোস্ট শেষ আমাদের এন্টিবায়োটিক যে ইয়ে গুলো , --- আপনি যে ট্রেনিং করছেন আরকি ট্রেনিং বা ইস্পেশিয়াল ইয়ে করছেন এটা কত বছরের কোর্স ছিলো? এবং কোর্সের নাম টা কি?

উওরদাতা : দুই বছরের এফ.সি.পি.এস . ।

প্রশ্নকর্তা : এফ.সি.পি.এস. । ওকে থেংক ইউ । আমি শেষ আরকি আমার ইয়ে টা । ওকে ।